গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (১ম সংশোধিত)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

প্রকল্পাধীন মৎস্যচাষ প্রদর্শনীসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা ২০২১-'২২

অবতরণিকা

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ II প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ) তাদের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সহায়ক শক্তি হিসেবে `Seeing is believing' বা 'দেখে বিশ্বাস' -এই আপ্তবাক্যটির সমর্থনে মৎস্যচাষ প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রদর্শনীসমূহ সিআইজিভূক্ত চাষিদের পুকুরে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প হতে প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে সর্বাধিক ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রদর্শনীসমূহ বাস্তবায়িত হবে সংশিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয় এর নিবিড় তত্ত্বাবধানে। এ ব্যাপারে প্রকল্প কার্যালয়ের পক্ষে সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নেতৃত্বে সংশিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও লিফ বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য

মৎস্যচাষ প্রদর্শনীসমূহ বাস্তবায়নের নীতি, পদ্ধতি ও সংশিষ্ট সকলের ভূমিকা/করণীয় সম্পর্কে সকলকে অবহিত রাখা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সমন্বিতকরণের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। এই নির্দেশিকায় পূর্বেও নির্দেশিকাটিকে হালনাগাদ করা হয়েছে।

১. প্রদর্শনীর জন্য চিহ্নিত মৎস্যচাষ প্রযুক্তিসমূহ

- পাবদা-গুলশা মিশ্রচাষ;
- শিং-মাগুর মিশ্রচাষ;
- কার্প-গলদা মিশ্রচাষ;
- কার্প মিশ্রচাষ;

অথবা, প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন মৎস্যচাষ প্রযুক্তি
কৌলিতাত্ত্বিকভাবে বিশুদ্ধ জাতের (পিওর লাইন) পোনার প্রদর্শনীসমূহের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিসমূহঃ

- মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ
- ভিয়েতনামীজ হোয়াইট পাঙ্গাস মাছের একক চাষ
- ভিয়েতনামীজ কৈ মাছের একক চাষ

মাছচাষ প্রযুক্তিসমূহ এর প্রদর্শনী বাস্তবায়ন এর জন্য প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্যপত্র (Fact Sheet) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত তথ্যপত্রসমূহের মধ্য হতে উপযুক্ত যে কোন একটি ব্যবহার করে উপজেলা মৎস্য কার্যালয় প্রদর্শনী বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করবে। প্রযুক্তি নির্বাচনে এলাকার চাহিদা, উপযুক্ততা, প্রকল্পের নির্দেশনা ও সিআইজি চাষিদের মতামত বিবেচনায় নিতে হবে। এছাড়া এর বাইরে মাইক্রো-এক্সটেনসন প্লানের আলোকে ভিন্ন মৎস্যচাষ প্রদর্শনীর প্রয়োজন থাকলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

২. প্রদর্শনী চাষি নির্বাচন

নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর ভিত্তি করে প্রদর্শনী চাষি নির্বাচন করতে হবেঃ

- চাষযোগ্য পুকুর (নিজস্ব বা ইজারাকৃত) থাকতে হবে।
- মাছচাষে আগ্রহ ও কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- অপেক্ষাকৃত দরিদ্র চাষি হতে হবে, তবে অন্তত প্রদর্শনী খাতে নিজ অংশ ব্যয়ে সক্ষম হতে হবে।
- নারী-পুরুষ উভয়ই হতে পারবেন।
- ন্যূনপক্ষে এস.এস.সি পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবে।
- এলাকায় মোটামুটি সুপরিচিতি থাকতে হবে।
- অংশগ্রহণমূলক কাজে আগ্রহী হতে হবে।

- প্রকল্প/উপজেলা মৎস্য কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত এতদসংক্রান্ত নীতিমালা এবং প্রদত্ত পরামর্শসমূহ মেনে চলতে ইচ্ছুক হতে হবে।
- আগ্রহী অন্যান্য চাষিদের সাথে প্রযুক্তিগত তথ্য বিনিময়ে ইচ্ছুক হতে হবে।
- প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত পুকুর রেকর্ড বই নিজ ও প্রকল্পের স্বার্থে যথাযথ নিয়মে পূরণ করায় আগ্রহ থাকতে হবে।
- চাষির বয়স অনধিক ৫০ বৎসর হলে ভাল হয়।
- এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- একই ব্যক্তি একাধিক প্রদর্শনী বাস্তবায়নের দায়িত্ব পাবেন না।
- প্রদর্শনী চাষি হিসেবে কেবল সিআইজি সদস্যগণ দায়িত্ব পাবেন।
- নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩. প্রদর্শনী পুকুর নির্বাচন

নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর ভিত্তি করে প্রদর্শনী পুকুর নির্বাচন করতে হবেঃ

- নির্বাচিত প্রযুক্তি প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত সময়কাল পুকুরে প্রয়োজনীয় পরিমান পানি থাকতে হবে।
- পুকুরের জলায়তন সাধারণত প্রযুক্তিভেদে ৩০ শতাংশ হতে থেকে ১০০ শতাংশ এর মধ্যে হতে হবে।
- পুকুরের আকার আয়তাকার হলে অগ্রাধিকার পাবে।
- চাষির গৃহস্থবাড়ীর কাছাকাছি হতে হবে যেন প্রায় সার্বক্ষণিক তদারকি নিশ্চিত করা যায়।
- পুকুরের অবস্থান এমন হবে যেন তা অন্যান্য আগ্রহী চাষিদের জন্য সহজগম্য ও সহজে পরিদর্শনযোগ্য হয়।
- একক মালিকানার পুকুর অগ্রাধিকার পাবে।
- সহজে পুকুর শুকানোর সুবিধা থাকলে উত্তম।
- পুকুর স্বাভাবিক বন্যা মুক্ত হতে হবে।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সিআইজি সদস্যগণের মতামতের আলোকে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রদর্শনী চাষি ও পুকুর নির্বাচন করবেন।

৪. প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে মৎস্যচাষ পদ্ধতি

সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্যপত্রে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আরও বিস্তারিত ও হালনাগাদ তথ্য ও নিয়মাবলি জানার জন্য প্রয়োজনে মৎস্য অধিদপ্তর এর সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল বা মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রকাশনাসমূহ দেখা যেতে পারে।

৫. উপজেলা মৎস্য কার্যালয় তথা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং প্রদর্শনী চাষির দায়-দায়িত্ব

৫.১ ভৌত স্থাপনা ও কারিগরি বিষয়াদি (সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ধারা আকারে প্রণীতব্য চুক্তিপত্রে স্থান পাবে) প্রদর্শনী চাষি

ক) ভৌত স্থাপনা সংক্রান্ত

- নির্বাচিত প্রদর্শনী পুকুরের মালিকানা, দেখা-শুনা, পাহারা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শনী চাষির দায়-দায়িত্বে থাকবে।
- পুকুরের পাড় ও তলদেশের সংস্কার (যদি প্রয়োজন হয়), পুকুরের পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যালোক (দিনে সরাসরি সূর্যালোক কমপক্ষে ৮ ঘন্টা) প্রবেশের সুবিধার্থে পাড়ে গাছ-পালার নিয়ন্ত্রণ তাকে করতে হবে।
- প্রদর্শনীর সাইন বোর্ড যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে।
- স্বাভাবিক বন্যার সময়ে কোন অবস্থাতেই যেন পাড়ের ক্ষতি হয়ে পানি পুকুরে প্রবেশ না করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। খরাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৎস্যচাষ চালু রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির তথ্যপত্রে উল্লেখ থাকলে বিশেষ ব্যবস্থাদি নিতে হবে, যেমন- কৈ বা শিং মাছের চাষে পাড়ে 'বেড়া' স্থাপন।

খ) কারিগরি বিষয় সংক্রান্ত

- উপজেলা মৎস্য কার্যালয় তথা প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত প্রযুক্তির পরিবর্তন করা যাবে না।
- নির্ধারিত প্রযুক্তির তথ্যপত্রে উল্লেখিত চাষ প্রক্রিয়া যথাযথ ভাবে মেনে চলতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে কোথাও এর পরিবর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের পূর্বানুমতি নিতে হবে। (উল্লেখযোগ্য হলে উপজেলা মৎস্য কার্যালয় প্রদর্শনী সংক্রান্ত প্রতিবেদনে পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করবেন)।
- প্রদর্শনী পুকুরটির পাড়ে উপযুক্ত স্থানে প্রকল্প কর্তৃক প্রদেয় সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির তথ্যপত্রে উল্লেখিত কার্যাবলি সুচারুভাবে সম্পাদন করবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিভাজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কার্যাবলির জন্য অর্থ ব্যয় করবেন।
- মাছচাষের সকল কাজে 'উত্তম মাছচাষ অনুশীলন' অনুসরণ করতে হবে।
- যথাযথভাবে পুকুর রেকর্ড বই হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে 'লিফ', সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বা উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের কারিগরি ব্যক্তিবর্গকে দেখাবেন।

উপজেলা মৎস্য কার্যালয় তথা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ

কারিগরি বিষয় সংক্রান্ত

- তথ্যপত্রে উল্লেখিত কারিগরি বিষয়সমূহ প্রদর্শনী চাষিকে ভালভাবে অবহিত করতে হবে।
- প্রযুক্তি বাস্তবায়নের আর্থিক প্রাক্কলন/বিভাজন চাষিকে বুঝিয়ে দিতে হবে।
- প্রদর্শনী পুকুর নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রদর্শনী চাষিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
- পুকুর রেকর্ড বই যথাযথভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করবেন।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রদর্শনী কার্যক্রম দেখতে ও জানতে আগ্রহী অন্যান্য স্থানীয় বা বহিরাগত চাষিদের জন্য পুকুর পাড়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা। সিআইজিভুক্ত সদস্যগণ সর্বদাই এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবেন।
- সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণমূলক নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন (সকল বিষয়ে) নিশ্চিত করবেন।
- সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলির জন্য যথাসময়ে দ্রব্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করবেন (প্রদর্শনী চাষিকে দেয় অংশ)। অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থে উপজেলা মৎস্য কার্যালয় বিশেষ তদারকি জোরদার করবেন।
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- বাস্তবায়নের সুবিধার্থে এবং প্রযুক্তিগত তথ্যাদি সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য স্থানীয়ভাবে আলোচনা বা মাঠ দিবসের আয়োজন।
- প্রদর্শনী চাষি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রদর্শনী নষ্ট করে ফেললে তা বাতিল করে দিতে পারবেন।

৫.২ আর্থিক দায়ভার

(নিম্নে প্রদত্ত বিভাজন ছকটি সংযুক্তি- ১ আকারে ঢাকাস্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ে প্রেরণের উদ্দেশ্যে নতুন করে পূর্ণ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করে দেওয়া হলো। এই পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিবিধ নিয়মাবলির আলোকে সংযুক্ত 'প্রদর্শনী ব্যয় হিসাবপত্রে' মোট অর্থের বিভাজন অংশে 'প্রয়োজনী অর্থের মোট পরিমাণ (টাকা)'- এর ভিত্তিতে প্রদর্শনী চাষি ও প্রকল্পের 'অর্থ (টাকা)'- কলাম দু টি পূরণ করতে হবে।)

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম - ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি - ২), মৎস্য অধিদপ্তর অঙ্গ

২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি প্রদর্শনী ব্যয় হিসাবপত্র

(ক) সংশ্লিষ্ট সিআইজির নাম ..... ইউনিয়ন .....

উপজেলা ..... জেলা.....

(খ) প্রযুক্তির নাম : .....।

(গ) প্রদর্শনী পুকুরের জলায়তন ঃ .....শতক।

(ঘ) বিভাজন (উপজেলা মৎস্য কার্যালয় কর্তৃক পূরণ করতে হবে)।

কাজের সাধারণ তালিকা	মোট অর্থের বিভাজন (টাকা)			মোট (টাকা)
ক. মৎস্যচাষ	**প্রদর্শনী চাষি**	**প্রকল্প**	**অন্যান্য উৎস্য**	
১.পুকুর প্রস্তুতি				
২.পোনা মজুদ				
৩.মজুদ-পরবর্তী অজৈব সার				
৪.খাবার				
৫.নমুনায়ন				
৬.বাড়তি চুন প্রয়োগ (প্রয়োজনে)				
৭.ঔষধপত্রের ব্যবহার (প্রয়োজনে)				
৮.আংশিক আহরণ				
৯.চূড়ান্ত আহরণ				
১০.বাজারজাতকরণ				
খ. অন্যান্য ব্যয়				
১.সেক্কি ডিস্ক				
২.বাটখারা, চাড়া, পট, গামলা, ইত্যাদি				
৩.প্রদর্শনী সাইন বোর্ড (সম্পূর্ণ ব্যয় প্রকল্পের)				
৪.ঝুকি (সম্পূর্ণ ব্যয় চাষির)				
৫.অন্যান্য ঃ নাম উল্লেখসহ				
সর্বমোট				

সিনিয়র উপজেলা / উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

স্বাক্ষর ও সিল .....

সিআইজি সভাপতি

নাম ঃ .....

স্বাক্ষর ঃ .....

বিঃ দ্রঃ প্রদর্শনী পুকুরে মৎস্যচাষের জন্য মোট ব্যয় ' সংশ্লিষ্ট চাষি,' ' প্রকল্প ' ও 'অন্যান্য উৎস' সম্মিলিতভাবে বহন করবে। মোট ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের অংশের নির্দিষ্ট পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা। বাকী অংশ সংশ্লিষ্ট 'চাষি' ও 'অন্যান্য উৎস' (যদি থাকে) বহন করবে। প্রদর্শনী সাইন বোর্ড প্রকল্প অংশ হতে ব্যয়িত হবে। চাষি ঝুকি ব্যয় সম্পূর্ণ বহন করবেন। প্রকল্প ব্যয়ের বাকী অংশ হতে পোনা ক্রয় প্রাধান্য পাবে।

** সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিধি মোতাবেক প্রকল্পের দেয় অর্থ ব্যয় করে প্রদর্শনী চাষিকে উৎপাদন সামগ্রী সরবরাহ করবেন এবং রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

১. যেহেতু প্রকল্প সংস্থানে প্রদর্শনী প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করা আছে সেহেতু কোন খাতে/কাজে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হলে (মূল্য বা কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি হেতু) অর্থাৎ মোট সংস্থানের পরিমাণ ছাড়িয়ে গেলে, প্রদর্শনী চাষিকে সে ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

২. প্রতি প্রদর্শনীতে প্রকল্প কর্তৃক দেয় অর্থ প্রদর্শনী পূর্ণ বাস্তবায়ন সাপেক্ষে, অফেরৎযোগ্য।

৩. ঢাকাস্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণের জন্য আলাদা করে **মৎস্যচাষ প্রযুক্তি প্রদর্শনী ব্যয় হিসাবপত্র** এতদ্সংগে সংযুক্ত (সংযুক্তি- ১)

৬. পুকুর রেকর্ড বই

- প্রথমত প্রদর্শনী চাষির নিজ স্বার্থে, যেন প্রদর্শনী শেষে আয়-ব্যয় সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পান ও তার সাথি চাষিদেরকে (সিআইজি ভুক্ত এবং সিআইজি বহির্ভুত) জানাতে পারেন, এবং ভবিষ্যতে গাইড বই হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, সে জন্য পুকুর রেকর্ড বই প্রদর্শনী চাষি যথাযথ ভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ করবেন। দ্বিতীয়ত, প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্যও এই রেকর্ড বই ব্যবহৃত হবে।
- প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত এবং ইতোপূর্বে প্রেরিত পুকুর রেকর্ড বই ফটোকপি প্রদর্শনী চাষিকে দিতে হবে এবং তাতে তথ্যাদি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। পুকুর রেকর্ড বই এর বিষয়টি প্রদর্শনী চাষিদের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. নমুনায়ন

সংশ্লিষ্ট লিফ, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা তথা উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রদর্শনী চাষি কর্তৃক যথাযথ নিয়মে নমুনায়ন করা হবে এবং ফলাফল সংরক্ষণ করতে হবে।

৮. কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাগত আলোচনা/পরামর্শ

বিষয়টি তথ্যপত্রে আলোচিত হয়েছে।

৯. প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ (উপজেলা মৎস্য কার্যালয় কর্তৃক প্রকল্প কার্যালয়ে, প্রাথমিক ও চূড়ান্ত)

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিক কর্তৃক প্রেরিত নির্ধারিত ছকে প্রদর্শনী বাস্তবায়নের পূর্বে প্রদর্শনী চাষির বেইজলাইন তথ্য এবং প্রদর্শনী বাস্তবায়ন সমাপ্ত হওয়ার পরে চুড়ান্ত ফলাফলের তথ্য পিআইইউ দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

১০. তদারকি ও মূল্যায়ন

পুকুর রেকর্ড বই, নমুনায়ন, আলোচনা/পরামর্শ, পরিদর্শন ইত্যাদি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলে, বিশেষ করে প্রদর্শনী চাষির সহযোগিতায় এবং সিআইজিসমূহের পরামর্শক্রমে উপজেলা মৎস্য কার্যালয় অংশগ্রহণমূলক তদারকি ও মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন।

১১. চুক্তিপত্র

প্রদর্শনী চাষির পুকুরে প্রদর্শনী কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রদর্শনী চাষি এবং উপজেলা মৎস্য কার্যালয় তথা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে। চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু বিশেষ করে (৫.১) ভৌত স্থাপনা ও কারিগরি বিষয়াদি এবং (৫.২) আর্থিক দায়ভার এর আলোকে সন্নিবেশিত হবে (নমুনার জন্য সংযুক্তি- ২ দ্রষ্টব্য)।

১২. সাইনবোর্ড সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

নিম্নরূপ একটি সাইনবোর্ড উপজেলা মৎস্য দপ্তর হতে প্রদর্শনী চাষিকে সরবরাহ করতে হবে, যা প্রদর্শনী চাষি পুকুর পাড়ে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

সাইনবোর্ডের বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

(১) আয়তাকারঃ ৩.৫ ফুট দৈর্ঘ্য × ২.০ ফুট প্রস্থ।

(২) উপরের অংশের জমিন আকাশী, লেখার রং নীল।

(৩) মাঝ অংশের জমিন হলুদ, লেখার রং মেরুন ও সবুজ।

(৪) নিচের অংশের জমিন আকাশী, লেখার রং নীল।

(৫) সাইনবোর্ডটি চারকোনা কাঠ বা অনুরূপ ফ্রেমে নির্মিত হবে।

(৬) সাইনবোর্ডটি পুকুরের পাড়ে দৃশ্যমান স্থানে বাঁশের বা কাঠের অথবা অনুরূপ কোন খুটিতে স্থাপন করতে হবে।

(৭) লেখার অক্ষরের মাপসমূহ নমুনার আনুপাতিক হারে হবে।

(৮) সরকারী মনোগ্রামের রঙ যথাযথ হতে হবে।

(সাইনবোর্ডের নমুনা)

৩.৫ ফুট

	তেলাপিয়া মাছের চাষ প্রযুক্তির প্রদর্শনী	
প্রদর্শনী চাষি: মোঃ মনিরুজ্জামান সিআইজি: বেপারীপাড়া মৎস্যচাষ সিআইজি প্রদর্শনী স্থাপনের তারিখ: ০৩/০২/২০১৮ খ্রিঃ		
বাস্তবায়নে: ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), মৎস্য অধিদপ্তর উপজেলা মৎস্য কার্যালয়, টাংগাইল সদর, টাংগাইল		

২ ফুট

(সংযুক্তি - ২)

(নমুনা কপি)

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (১ম সংশোধিত), মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতায় উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন বাস্তবায়ন বিষয়ক চুক্তিনামা

পক্ষদ্বয়

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (১ম সংশোধিত), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা-এর পক্ষে

প্রথম পক্ষ ঃ সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা....., জেলা.....

এবং

দ্বিতীয় পক্ষঃ মৎস্যচাষ প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য নির্বাচিত পুকুর মালিক/চাষি জনাব.....
ওয়ার্ড/গ্রাম..... ডাকঘর ..... ইউনিয়ন.....
উপজেলা.....জেলা.....।

প্রেক্ষাপট

যেহেতু, প্রকল্প সমন্বয় ইউনিট, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (১ম সংশোধিত), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে..... প্রযুক্তিভিত্তিক প্রদর্শনী পুকুর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এবং

যেহেতু, উল্লেখিত দ্বিতীয় পক্ষের পুকুরটিসহ পুকুর মালিক প্রদর্শনী পুকুরে মৎস্যচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম বিবেচনায় উভয়ই প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন,

সেহেতু, উপর্যুক্ত প্রকল্পাধীন প্রদর্শনী পুকুরে উল্লেখিত প্রযুক্তিভিত্তিক মৎস্যচাষ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষরের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

শর্তাবলি

ক. সাধারণ বিষয়াদি

১. পুকুরের তফশীল ঃ

	দাগ নং	জেএল নং	খতিয়ান নং	মৌজা	মোট আয়তন (শতক)
পুরাতন	.....	.....	.....	.....	.....
নতুন	.....				

২. পুকুরের অবস্থান ঃ

গ্রামঃ....., ইউনিয়ন....., উপজেলা..... জেলা.....

৩. মৎস্যচাষ প্রযুক্তির নাম ঃ.....

৪. চুক্তির মেয়াদ ঃ....., ২০..... হতে.....পর্যন্ত।

৫. প্রদর্শনী মৎস্যচাষ বাস্তবায়নে আর্থিক দায়ভার যৌথভাবে উভয় পক্ষের। সংযুক্তি-১ ছকে উল্লেখিত বিভাজন অনুসারে ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষের নিজ নিজ আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপিত হবে। প্রয়োজনে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে, এর সামান্য পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৬. চুক্তিনামার জন্য ব্যবহৃতব্য প্রয়োজনীয় ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ও কার্টিজ কাগজের ব্যয় ২য় পক্ষ বহন করবেন।

৭. চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়নি, প্রয়োজনে এমন সব বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বক্তব্য/ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে উভয় পক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হবে।

খ. ১ম পক্ষের দায়-দায়িত্ব

- সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্যপত্র ২য় পক্ষকে সরবরাহ করবেন।
- প্রদর্শনী চাষিকে অর্থাৎ ২য় পক্ষকে নির্দিষ্ট প্রযুক্তিভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য/প্রশিক্ষণ/পরামর্শ প্রদান করবেন।
- প্রযুক্তি বাস্তবায়নের আর্থিক প্রাক্কলন/বিভাজন ২য় পক্ষকে বুঝিয়ে দেবেন। সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত কার্যাবলির জন্য যথাসময়ে দ্রব্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করবেন (প্রদর্শনী চাষিকে দেয় অংশ)। অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থে উপজেলা মৎস্য কার্যালয় বিশেষ তদারকি জোরদার করবেন।

- প্রদর্শনী পুকুর নিয়মিত পরিদর্শন করবেন এবং ২য় পক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রদর্শনী কার্যক্রম দেখতে ও জানতে আগ্রহী অন্যান্য স্থানীয় বা বহিরাগত চাষিদের জন্য পুকুর পাড়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করবেন। সিআইজিভূক্ত সদস্যগণ সর্বদাই এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবেন।
- সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণমূলক নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন (সকল বিষয়ে) নিশ্চিত করবেন।
- পুকুর রেকর্ড বই যথাযথভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করবেন।
- প্রদর্শনী পুকুর চিহ্নিতকরণের সুবিধার্থে ১ম পক্ষ ১টি সাইনবোর্ড ২য় পক্ষকে প্রদান করবেন।
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নভিত্তিক প্রতিবেন প্রণয়ন।
- বাস্তবায়নের সুবিধার্থে এবং প্রযুক্তিগত তথ্যাদি সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য স্থানীয়ভাবে আলোচনা বা প্রয়োজনে মাঠ দিবসের আয়োজন করবেন।
- প্রদর্শনী চাষি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রদর্শনী নষ্ট কওে ফেললে তা বাতিল করে দিতে পারবেন।
- চুক্তি মেয়াদ কালে পুকুরে উৎপাদিত মাছ ও পাড়ে উৎপাদিত ফসলের দাবি করতে পারবেন না।

গ. <u>২য় পক্ষের দায় দায়িত্ব</u>

ক) ভৌত স্থাপনা সংক্রান্ত

- নির্বাচিত প্রদর্শনী পুকুরের মালিকানা, দেখা-শুনা, পাহারা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শনী চাষির দায়-দায়িত্ব থাকবে। পুকুরে মাছ চুরি হয়ে গেলে বা অন্য কোন ক্ষতি হলে ১ম পক্ষের নিকট কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না।
- পুকুরের পাড়, তলদেশের সংস্কার (যদি প্রয়োজন হয়), পুকুরের পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যালোক (দিনে সরাসরি সূর্যালোক কমপক্ষে ৮ ঘন্টা) প্রবেশের সুবিধার্থে পাড়ে গাছ-পালার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- প্রদর্শনী সাইন বোর্ড যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে।
- স্বাভাবিক বন্যার সময়ে কোন অবস্থাতেই যেন পাড়ের ক্ষতি হয়ে পানি পুকুরে প্রবেশ না করতে পাওে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খরাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৎস্যচাষ চালু রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির তথ্যপত্রে উল্লেখ থাকলে বিশেষ ব্যবস্থাদি নিতে হবে, যেমন-কৈ বা শিং মাছের চাষে পাড়ে 'বেড়া' স্থাপন।
- দ্বিতীয় পক্ষ পদর্শনী পুকুরটিতে চুক্তিমেয়াদে শুধু মাছচাষের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ২য় পক্ষ স্বয়ং পুকুর পাড়ে শাক-সবজি, স্বল্প মেয়াদী ফলের চাষ করতে পারবেন, অন্য কাউকে লিজ দিতে পারবেন না।
- পুকুরে মাছ চাষের জন্য যে কোন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এই ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করতে হবে।

খ) কারিগরি

- উপজেলা মৎস্য কার্যালয় তথা প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত প্রযুক্তির পরিবর্তন করা যাবে না।
- নির্ধারিত প্রযুক্তির তথ্যপত্রে উল্লেখিত চাষ প্রক্রিয়া যথাযথ ভাবে মেনে চলতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে কোথাও এর পরিবর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের পূর্বানুমতি নিতে হবে।
- প্রদর্শনী পুকুরটির পাড়ে উপযুক্ত স্থানে প্রকল্প কর্তৃক প্রদেয় একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির তথ্যপত্রে উল্লেখিত কার্যাবলি সুচারুভাবে সম্পাদন করবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিভাজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কার্যাবলির জন্য অর্থ ব্যয় করবেন।
- মাছচাষের সকল কাজে 'উত্তম মাছচাষ অনুশীলন' অনুসরণ করতে হবে।

- যথাযথভাবে পুকুর বেকর্ড বই হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে 'লিফ', সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বা উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের কারিগরি ব্যক্তিবর্গকে দেখাবেন।

এমতাবস্থায়, চুক্তি নামায় উল্লিখিত সকল শর্ত (ক. সাধারণ বিষয়াধি, খ. ১ম পক্ষের দায়-দায়িত্ব এবং গ. দ্বিতীয় পক্ষের দায়-দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত) মেনে চালার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে আমরা উভয় পক্ষ অদ্য.....খ্রি/.....বঙ্গাব্দ চুক্তিনামায় স্বাক্ষর প্রদান করলাম।

১ম পক্ষ
নাম ঃ
পদবী ঃ
স্বাক্ষর ঃ
সিল ঃ

২য় পক্ষ
নাম ঃ

স্বাক্ষর ঃ

স্বাক্ষীগণ

১. নাম ঃ

স্বাক্ষর
পদবী ঃ
সিল ঃ

২. নাম ঃ

স্বাক্ষর
পদবী ঃ
সিল ঃ